কেশবপুর উন্নয়ন বার্তা

নভেম্বর-২০২১

নবম প্রকাশনা

সচেতনার অংশ হিসেবে "শিশুদের চোখে কোভিড-১৯. চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন

শিশুদের চোখে কোভিড-১৯

কোভিড-১৯ নামক এক প্রাণঘাতী ভাইরাস স্তব্ধ করে দিয়েছে পৃথিবীর প্রাণ চাঞ্চল্য, মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে মানুষ ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে পরছে এই নতুন ধারার সাথে, যাকে আমরা 'নিউ নরমাল' জীবন বলে আখ্যায়িত করে থাকি। শিশুদেরকেও এই নিউ নরমাল জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে বাঁচতে হচ্ছে। শিশুরা করোনা ভাইরাসের নীরব শিকার। এর প্রভাব বরং একটু বেশীই পরেছে শিশুদের উপর। ২০২০ থেকে ২০২১ এর ১১ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টানা বন্ধ ছিলো স্কুল-কলেজ। করোনা মহামারী শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যহত করে। এসময়ে শিশুরা হয়ে পরে গৃহবন্দী। পড়াশোনা, খেলাধুলা সবই করতে হয়েছে বাসা থেকেই। শিশুদের সকল ধরণের বিকাশ এই পরিস্থিতিতে মারাত্মক ভাবে ব্যহত হয়। ঘরে বসে শিশুদেরকে ভুগতে হয়েছে একাকীত্বে। শিশুরা তাদের অন্যান্য শিশু বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করার এবং তাদের সাথে দেখা করার সুযোগ সবচেয়ে বেশী পায় তাদের স্কুলে। এছাড়া তারা খেলার মাঠে ও প্রতিবেশী বন্ধুদের সাথে দেখা করার সুযোগ পায়। প্রত্যেকটি শিশুর রয়েছে শিশুতোষ পরিবেশে এবং শিশুতোষ কমিউনিটিতে বেড়ে ওঠার অধিকার যা তাদের মানসিক এবং সামাজিক বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যকীয়। একশন এইড বাংলাদেশ শিশুদের জন্য প্রতিটি কর্মএলাকাতে শিশু বিকাশ কেন্দ্র, শিশুদের নিয়ে শিশুফোরাম এবং শিশু সাংবাদিক দল গঠন করেছে। কিন্তু করোনা মহামারীর কারণে এই সময়ে সকল প্রকার কার্যক্রম সীমিত করা হয়েছে যেন শিশুরা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকতে পারে। ফলে শিশুরা মানসিকভাবে এবং সামাজিক ভাবে তাদের বিকাশ থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত হয়েছে। পড়াশোনা, খেলাধুলা সব ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে করায় শিশুর মনোজগতের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। সাথে যোগ হয়েছে মানুষের করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত আর মৃত্যুর খবর, বাবা-মায়ের ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে চিন্তা, আয় রোজগার আর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা নিয়ে উদ্বেগ, চারিদিকে শুধু শঙ্কার আবহ। শিশুদের আচরণে বেশ পরিবর্তন ধরা পরে। বেড়েছিলো জেদ করা, কান্নাকাটি করা, কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বিষন্নতা, অনলাইন আসক্তি। শুধু তাইই নয়, দেখা দিয়ে ছিলো বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রমের ঊর্ধ্বমুখী হার। একশন এইড বাংলাদেশের কর্মএলাকার শিশুরাও এর ব্যতিক্রম নয়। শিশুদের মনে করোনা ভাইরাস সৃষ্ট মহামারী যেন একটি দীর্ঘমেয়াদী ট্রমা রেখে যেতে না পারে, তার জন্য একশন এইড বাংলাদেশ স্বাস্থ্যবিধি মেনে মহামারীর শুরু থেকেই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে যেন এই করোনা মহামারীর সময়ও শিশুরা নিরাপদে থেকে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। তারা শিশুদের সঙ্গে ধারাবাহিক ভাবে যোগাযোগ করে আসছে এবং তাদের মানসিক বিকাশের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। জাতীয় শোক দিবসের আয়োজনে শিশুরা বাড়িতে বসে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শিশুদের ভাবনা' শীর্ষক ছবি আঁকে; এছাড়া বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ে সচেতনতামূলক আয়োজনে শিশুরা তাদের লেখনী এবং আঁকা ছবির মাধ্যমে এই বিষয়ের উপর তাদের ভাবনা ফুটিয়ে তোলে। অনলাইন ভিত্তিক শিশুদের বিভিন্ন প্রকার শিক্ষামূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, শিশুরা বাড়িতে নিয়মিত পড়াশোনা করছে কিনা সেই বিষয়ে কমিউনিটি সহায়কদের সহযোগিতায় নিয়মিত মনিটরিং করা হয়েছে এবং তাদেরকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। একই সাথে শিশুদের বাবা-মায়েদের সাথে বেশ কিছু সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যেন তারা তাদের সন্তানের যত্নের ব্যাপারে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। সম্প্রতি একশন এইড বাংলাদেশ 'শিশুদের চোখে কোভিড-১৯ ' শীর্ষক একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। একশন এইড বাংলাদেশ এর ১৫ টি এল.আর.পি (লোকাল রাইটস প্রোগ্রাম) কর্মএলাকাতে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে, যেখানে ২০০ জনেরও বেশী শিশু অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল।এই আয়োজন গুলোতে প্রতিটি শিশুই নিজ ঘরে বসে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। ঘরে বসে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা ও করোনা ভাইরাস সম্পর্কে তাদের ধারণা ছবির মধ্য দিয়ে তুলে ধরা, এটি তাদের জন্য একটি ভিন্ন অভিজ্ঞতা ছিলো। শিশুরা করোনাতে তাদের জীবনযাত্রা, নিউ নরমাল লাইফ কেমন হওয়া উচিত, স্বাস্থ্য নির্দেশনা বিষয়ক সচেতনতা, যেমন: মাস্কপরা, তিন ফুট দূরত্ব বজায় রাখা, ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া- এই বিষয়গুলো তাদের আঁকা ছবিগুলোতে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। এতে করে যেমন নিজেদের সচেতনতা বাড়ে, ঠিক তেমনি অন্যদেরকে সচেতন করে তোলার একটি পথ তৈরি হয়। শিশুদের আঁকা ছবিগুলো থেকে বাছাই করে প্রতি এল.আর.পিতেই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরষ্কার প্রদান করা হয়। এতে শিশুরা যেমন কিছুটা সময়ের জন্য হলে ও তাদের এক ঘেয়েমি দূর করতে পারে, ঠিক তেমনি তাদের সৃজনশীল শিক্ষা প্রক্রিয়াও ত্বরান্বিত হয়।

"শিশুর জন্য বিনিয়োগ করি, সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ি"

দলিত আল.আর.পি-৪২ এর বিভিন্ন কর্মএলাকা গুলোতে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উদ্যাপন করা হয়।

রিক্তা দাস, কেশবপুর তৃনমূল সাংবাদিক দল।

গত ০৪/১০/২০২১ইং তারিখ হতে ১৩/১০/২০২১ইং তারিখ পর্যন্ত একশনএইড বাংলাদেশ ও উপজেলা শিশু ও মহিলা অধিদপ্তরের সহযোগীতায় কেশবপুর উপজেলায় দলিত এল.আর.পি-৪২ এর কর্মএলাকা গুলোতে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উদ্যাপন করা হয়। ''শিশুর জন্য বিনিয়োগ করি, সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ি" এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও জলবায়ু পরিবর্তন সর্ম্পকে শিশুদের নিয়ে র‍্যালী, আলোচনা সভা, চিত্রাংকন প্রতিযোগীতা, রচনা লেখা, বিতর্ক, হাতের লেখা, শ্লোগান, ভিডিও ইন্টারভিউ ও হস্তশিল্পের মতো ভিভিন্ন প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানগুলি ধারাবাহিকভাবে একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগীতায় দলিতের মাধ্যমে কেশবপুর উপজেলা পরিষদ, সাতবাঁড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ, জাহানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, বুড়িহাটী, সাগরদাঁড়ী, মেহেরপুর ও সাতবাড়ীয়া শিশু বিকাশ কেন্দ্রে শিশুদের অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচীগুলোতে উপস্থিত ছিলেন, কেশবপুর উপজেলা পরিষদে-জনাব মোঃ শাহীন চাকলাদার-এমপি,যশোর-৬, এম.এম আরাফাত হোসেন, কেশবপুর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান নাসিমা সাদেক, উপজেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা জনাব বিমল কুমার কুন্ডু, সাংবাদিক, যুব উন্নয়ন অফিসার, মহিলা বিষয়ক অফিসারসহ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, জাহানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছিলেন- উপজেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা জনাব বিমল কুমার কুন্ডু, সাতবাঁড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদে ছিলেন- সাতবাঁড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ সামসুদ্দিন দফাদার, ইউপি সদস্য লিপিকা রানী ঘোষ দলিত এল.আর.পি-৪২ এর কর্তৃপক্ষ, সহায়ক/সহায়িকা, স্থানীয় সমাজকর্মী, সার্কেল সদস্য এবং স্পন্সর ও ননস্পন্সর শিশুরা।

ইউনিয়ন পরিষদে (২০২১-২০২২) বাজেটে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের উন্নয়নে বরাদ্ধ রাখা" শীর্ষক আলোচনা সভা।

সাগড়দাঁড়ি, বিদ্যানন্দকাঠি ও সাতবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট নিয়ে আলোচনা সভা।

অলোক দাস, কেশবপুর তৃনমূল সাংবাদিক দল

একশন এইড বাংলাদেশের সহযোগীতায় ও দলিতের আয়োজনে সাঁতবাড়িয়া, সাগরদাঁড়ি ও বিদ্যানন্দকাঠি এই তিনটি ইউনিয়ন পরিষদে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ শীর্ষক আলোচনা সভা করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন কেশবপুর উপজেলার সাঁতবাড়িয়া, সাগরদাঁড়ি ও বিদ্যানন্দকাঠি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বর, দলিত সংস্থার কর্তৃপক্ষ, সাংবাদিক, সার্কেল সদস্যবৃন্দ ও কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ। এসময় উপস্থিত ছিলেন সাঁতবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সামছুদ্দীন দফাদার, ইউপি সদস্য-মোঃ মুজিবর রহমান, মোঃ জয়নাল উদ্দিন, লিপিকা রানী ঘোষ ও মোঃ রুহুল কুদ্দুস। বিদ্যানন্দকাঠি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আমজাদ হোসেন, ইউপি সদস্য- মোঃ জাকির হোসেন ও মোঃ হাসিয়ার রহমান। এবং সাগরদাঁড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাজি মুস্তাফিজুল ইসলাম ও ইউপি সদস্য-মনোয়ারা বেগম এবং সচিব-অপূর্ব কুমার পাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক এস.আর.সাঈদ ও দলিত এল.আর.পি-৪২ এর প্রজেক্ট ম্যানেজার মোঃ নজরুল ইসলাম, স্পন্সরশীপ অফিসার দিপু ফলিয়া, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার দুলাল কুমার দাশ ও রিফেক্ট একশন সার্কেলের সদস্যবৃন্দ। এই আলোচনা সভার মূল উদ্দেশ্য হলো দলিত কমিউনিটি যেন ইউনিয়ন পরিষদ থেকে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা এবং ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহনের সুযোগ বৃদ্ধি করতে পারে। উন্মুক্ত বাজেট ঘোষনার পুর্বে তাদের দাবীগুলো তারা যেন অর্ন্তভুক্ত করার দাবী তুলে ধরতে পারে। এছাড়াও তারা যেন ইউনিয়ন পরিষদের সেবা সমবন্টনের দাবী তুলে ধরতে পারে। এতে করে তারা ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি অংশগ্রহন করতে পারবে এবং তাদের ইউনিয়ন পরিষদ সর্ম্পকে একটা সুস্পষ্ট ভাল ধারনা তৈরী হবে। এবং উপস্থিত সকল ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যরা দলিত সংস্থাকে ধন্যবাদ যে তারা দলিত জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। এছাড়াও তারা বলেন, তারা এলাকার দলিতদের উন্নয়নে জন্য অনেক বেশী কাজ করছে। তবে যে যে দাবীগুলো উঠেছে তারা তা পুরনের সর্বোচ্চ চেষ্টা সচল রাখবে। তারা উপস্থিত সকলকে আশস্ত করে যে, সকল সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে। তারা বিশ্বাস করেন যে, দলিত জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়ন হলে সমাজের মানুষের মধ্যে ভারসাম্য আসবে। তারা তাদের মতামত তুলে ধরার সুযোগ পাবে। ভেদাভেদ ও অসন্তোষ কমে যাবে। নিজেদের এলাকার সমস্যাগুলো তারা নিজরাই তুলে ধরতে পারবে। সেই সাথে তারা তাদের এলাকার বিভিন্ন সমস্যা কাটিয়ে উঠে সমাজে শান্তিমতো বসবাস করতে পারবে। উক্ত আলোচনা সভা শেষে দলিত জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য তিনটি ইউনিয়ন পরিষদেই বাজেট ঘোষনা করা হয়। সাঁতবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদে দলিত জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য বাজেট রাখা হয় ১২,০০০ টাকা। বিদ্যানন্দকাঠি ইউনিয়ন পরিষদে বাজেটে রাখা হয় ১,০০,০০০ টাকা এবং সাগরদাঁড়ি ইউনিয়ন পরিষদে রাখা হয় ৭০,০০০ টাকা।

করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষার পাওয়ার জন্য শিশুরা শিশুদের সচেতন করছে

বুড়িহাটি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের চাইল্ড ফোরামের সদস্য জয় দাস শিশুদের করোনা সর্ম্পকে সচেতন করছে।

(রিপন দাস, কেশবপুর তৃনমূল সাংবাদিক দল)

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ১১নং হাসানপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বুড়িহাটী গ্রামে দাস পাড়া অবস্থিত। একশন এইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় দলিত এই গ্রামে ২০১১ সাল থেকে শিশু ও নারীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে আসছে। দলিত পিছিয়ে পড়া যে সব জাতি গোষ্ঠি নিয়ে কাজ করে তার মধ্যে ঋষি একটি সম্প্রদায়। অত্র অঞ্চলে ঋষি সম্প্রদায় এর শিশু ও নারীরা অর্থনৈতিক ও শিক্ষা দীক্ষার দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। যার কারনে এখানে দলিতের মাধ্যমে একটি শিশুবিকাশ কেন্দ্র অবস্থিত। বুড়িহাটী দাস পাড়ায় দলিত মানুষগুলো ক্ষুদ্র ব্যবসা -বানিজ্য, গাড়ি চালিয়ে এবং হাতের কাজ করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এই পাড়ায় প্রায় ৭০ টি পরিবারের বসবাস। লোক সংখ্যার দিক থেকে প্রায় ৪৫০ জন। এখানকার অনেক ছেলে মেয়ে স্কুল- কলেজে পড়াশোনা করে। সম্প্রতি ২০১৫ সালে দলিত জনগোষ্ঠির ভাগ্যের উন্নয়ন অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অত্র গ্রামে বুড়িহাটী রিফেক্ট একশন সার্কেল ও শিশুবিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করেন। যার মূল লক্ষ্য তারা তাদের শিশুদের শিক্ষা, অধিকার, ন্যায্য দাবী, সামাজিক মর্যাদা, আয়বর্ধক কর্মসূচি, জাতীয় নানা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে তাদের উন্নয়ন অব্যহত রাখবে। বুড়িহাটী শিশুবিকাশ কেন্দ্রের শিশুদের নিয়ে চাইল্ড ফোরাম দল গঠন করা হয়। চাইল্ড ফোরাম দল গঠনের মুল লক্ষ্য ছিলো পড়ালেখা করা, শিশু সুরক্ষা, শিশু অধিকার, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, শিশু শ্রম প্রতিরোধ ও সামাজিক উন্নয়নে ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা। প্রতিমাসে চাইল্ড ফোরাম মিটিং এ উক্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। তারই ধারাবাহিকতাই বুড়িহাটী শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশুরা দাস পাড়ায় দলিত মানুষদের করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সচেতন করছেন। তার মধ্যে বুড়িহাটী শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশু জয় দাস তার কয়েকজন বন্ধুদের নিয়ে করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শিশুসহ সবাইকে সচেতন করে যাচ্ছে। জয় দাস বুড়িহাটী শিশু বিকাশ কেন্দ্রের একজন নিয়মিত ছাত্র। সে বুড়িহাটী শিশু বিকাশ কেন্দ্রে চাইল্ড ফোরাম মিটিং থেকে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জানাতে পেরেছে। জয় দাস করোনা ভাইরাস কিভাবে ছড়ায় ও করোনা ভাইরাস কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় সে সম্পর্কে দলিত মানুষগুলোকে সচেতন করার জন্য প্রতি নিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। তাকে সহযোগিতা করছে তার বন্ধুরা। বুড়িহাটী দাস পাড়ায় দলিত মানুষদের করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জয় দাস সহ তার বন্ধুরা যে কাজ করছে তাতে এলাকার লোকজন অনেক খুশি। এলাকার লোকজন চাইল্ড ফোরাম সদস্য ও দলিত সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

বিনামূল্যে সেবা সহায়তা নিবন্ধন ক্যাম্প-২০২১ অনুষ্ঠানে করোনা কালীন সময়ে দলিত জনগোষ্ঠির মাঝে করোনা প্রতিরোধক ভ্যাকসিন, উপজেলা পর্যায় বিধবা ও বয়স্ক ভাতা নিবন্ধনে সপ্তাহ ব্যাপী প্রচার অভিযান।

১৫ টি গ্রামে করোনার টিকা ফ্রি রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম।

রিপন দাস, কেশবপুর তৃনমূল সাংবাদিক দল

২০২০ সালের ৮ই মার্চ প্রথম বাংলাদেশে করোনা রোগী ধরা পড়ে। সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশে ব্যাপক প্রাণ হানী ঘটে। তবে সুখের খবর হলো মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রতিরোধক টীকা বের হয়েছে। এই করোনা কালীন সময়ে দলিত শ্রেনীর মানুষগুলো টীকা নিতে ভয় পায় বা টীকা নিতে অনিচ্ছুক হয়। তাদের মধ্যে কুসংস্কার বেশি কাজ করে। সাবান দিয়ে বার বার হাত ধোয়া ও সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা সহ স্বাস্থ্যবিধি মানার প্রবনতা তাদের মধ্যে কম দেখা যায়। দলিত জনগোষ্ঠির মানুষদের কথা চিন্তা করে দলিত একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগীতায় বিনামূল্যে সেবা সহায়তা নিবন্ধন ক্যাম্প-২০২১ করার উদ্যোগ নেয়। উক্ত ক্যাম্প অনুষ্ঠানে করোনা কালীন সময়ে দলিত জনগোষ্ঠির মাঝে করোনা প্রতিরোধক ভ্যাকসিন, উপজেলা পর্যায় বিধবা ও বয়স্ক ভাতার নিবন্ধন করা হবে। একদিকে এই সেবা গুলো বিনা পয়সায় পাবে অন্য দিকে দলিত জনগোষ্ঠির মানুষ গুলো করোনা টীকা গ্রহনে উৎসাহি হবে। যেহেতু করোনা কালীন লকডাউন চলাকালীন সময়ে দলিত জনগোষ্ঠির মানুষ তাদের পেশা ভিত্তিক কাজ করতে পারেনি। তাই তারা অনেক অর্থনৈতিক সংকটে আছে। তাছাড়া তাদের মধ্যে অনেকে বাজারে গিয়ে করোনা টীকার নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেনি। বিনামূল্যে সেবা সহায়তা নিবন্ধন ক্যাম্প-২০২১ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দলিত জনগোষ্ঠির মানুষ করোনা প্রতিরোধক ভ্যাকসিন গ্রহন করতে পারবে। দলিত জনগোষ্ঠির মানুষ করোনা প্রতিরোধক ভ্যাকসিন গ্রহন করে আগের মত স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে। করোনা প্রতিরোধক ভ্যাকসিন গ্রহন করলে দলিত জনগোষ্ঠির মানুষ তাদের পেশা ভিত্তিক কাজের জন্য বিভিন্ন এলাকায় যেতে পারবে ও কাজ করতে পারবে। দলিত জনগোষ্ঠির শিশুরা আগের মত স্কুলে যেতে পারবে। পরিবারের সদস্যগন করোনা টীকা গ্রহন করলে ঐপরিবারের সদস্যগুলো একটু ভালো থাকবে। যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলায় চারটি ইউনিয়ন পরিষদে মোট ১৫ টি গ্রামে ২৬/০৮/২০২১ থেকে ১১/০৯/২০২১ তারিখ পর্যন্ত এই বিনামূল্যে সেবা সহায়তা নিবন্ধন ক্যাম্প-২০২১ করা হয়। করোনার ভ্যাকসিন রেজিস্ট্রেশন করতে প্রত্যেকের মোবাইল নাম্বার ও ভোটার আইডি কার্ডের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের মাধ্যমে করোনার জন্য রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়। তার পর প্রিন্টারের মাধ্যমে প্রিন্ট দিয়ে সেবা গ্রহনকারীর হাতে দেওয়া হয় করোনার টীকা কার্ড। করোনা ভ্যাকসিন রেজিস্ট্রেশনের জন্য একটি রেজিস্টার খাতায় সেবা গ্রহনকারীর যাবতীয় তথ্য ও স্বাক্ষর রাখা হয়েছে। দলিত জনগোষ্ঠির মানুষ এ সেবা গুলো বিনা পয়সায় পায়। এই ক্যাম্পের মাধ্যমে মোট ৯৫৭ জনকে ফ্রী করোনার টীকা রেজিস্ট্রেশন করা হয় ও তাদেরকে প্রিন্টকপি দেওয়া হয়। করোনা প্রতিরোধক ভ্যাকসিন, উপজেলা পর্যায় বিধবা ও বয়স্ক ভাতা নিবন্ধনে উপস্থিত ছিলেন দলিত সংস্থার কর্তৃপক্ষ, এল আরপি-৪২ এর প্রকল্প ব্যাবস্থাপক, স্পন্সরশীপ অফিসার, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, ১৩ টি সার্কেল সদস্যবৃন্দ ও তাদের পরিবারের সদস্য, কমিউনিটির সদস্য, ১০টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের স্পন্সর শিশু ও কমিউনিটির শিশুর অভিভাবক এবং গ্রাম্য গন্যমান্য ব্যক্তি। এই করোনার ফ্রী রেজিস্ট্রেশন ও মানবিক কাজের জন্য দলিত

সম্পাদক ঃ স্পন্সরশীপ অফিসার, দিপু ফলিয়া, E-mail : lr42dalit@gmail.com, সহযোগী সম্পাদক ঃ এস আর সাইদ, মোবাঃ ০১৭১২-২০২৪৪৯, মুদ্রণে ঃ নিউ সেতু অফসেট প্রেস, কেশবপুর- 01714-972137, E-mail : setupress@gmail.com,
সার্বিখ সহযোগিতায় ঃ মোঃ নজরুল ইসলাম (ব্যবস্থাপক), দুলাল কুমার দাশ (সিডিও), প্রতাপ কুমার দাশ (এ,এ,ও) এবং মাঠপর্যায়ের সকলসহায়কবৃন্দ।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উদযাপন-২০২১

"ওরা ভেবেছিল, তোমাকে হত্যা করলে হয়ে যাবে সব শেষ,
ওরা বুঝতে পারেনি, বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ।"

(রিক্তা দাস, কেশবপুর তৃনমূল সাংবাদিক দল)

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৭ মার্চ, ১৯২০ সালে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম গ্রহন করেন। বঙ্গবন্ধু জন্ম গ্রহন না করলে এ দেশের জনগন স্বাধীনতার স্বাদ পেতেন না। স্বাধীনতার স্থপতি মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে ১৫ আগস্ট-১৯৭৫ কিছু বিপদগামী সৈন্য সদস্য বা পাকিস্তানি দোষরদের হাতে সপরিবারে নিহত হন। এই দিন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করা হয়। সরকারের বিভিন্ন প্রোগ্রামের সাথে দলিত সংস্থার বিভিন্ন স্কুলে দলিত শিশুদের নিয়ে জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। একশন এইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় দলিত এর মাধ্যমে এলআরপি-৪২ প্রকল্পের অধীনে দিবসটি পালন করা হয় কেশবপুর উপজেলার জাহানপুর শিশু বিকাশ কেন্দ্র, সাতবাড়িয়া শিশু বিকাশ কেন্দ্র, বুড়িহাটী শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও সাগরদাঁড়ি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে। এসময় উপস্থিত ছিলেন দলিত এলআরপি-৪২ প্রকল্পের স্পন্সরশীপ অফিসার দিপু ফলিয়া ও কমিউনিটি

জাহানপুর শিশু বিকাশ কেন্দ্রে চিত্রাংকন প্রতিযোগীতায় শিশুরা ছবি আকঁছে।

ডেভেলপমেন্ট অফিসার দুলাল কুমার দাশ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দলিতের নিজ নিজ এলাকার মাঠ কর্মীরা। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে স্বল্প পরিসরে শিশু ও তার অভিভাবকদের সম্মতিক্রমে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ১০ জন শিশুর উপস্থিতিতে তাদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর রচনা প্রতিযোগিতা, স্বধীনতা যুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু এই বিষয়ের উপর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা পাশাপাশি আমন্ত্রিত অতিথীরা তার জীবনির উপর আলোকপাত করে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিশুদের চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতায় চারটি কেন্দ্রে ৮ জন শিশুকে প্রথম পুরুস্কার হিসাবে ৮ টি মগ, চারটি কেন্দ্রে ৮ জন শিশুকে দ্বিতীয় পুরুস্কার হিসাবে ৮ টি প্লেট ও চারটি কেন্দ্রে ৮ জন শিশুকে তৃতীয় পুরুস্কার হিসাবে ৮ টি সাবান দেওয়া হয়। চারটি কেন্দ্রে বাকী ৪৩ জন শিশুকে সান্তনা পুরস্কার হিসাবে ১ টি করে কলম প্রদান করা হয়। শিশুরা দিবসটি উদ্‌যাপনে এসে তাদের অভিব্যক্তি ছিল রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনের জন্য তাদের বঙ্গবন্ধুর উপর পড়াশুনা করতে হয়েছে যেটি তাদেরকে বাংলাদেশ এর ইতিহাস জানতে সহায়তা করেছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন-২০২১

রিপন দাস, কেশবপুর তৃনমূল সাংবাদিক দল।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন হলেও এর সুত্র পাত হয়েছিলো মুলত ১৯৪৮ সাল থেকে। পাকিস্তানের শোষকরা মুলত প্রথমে আঘাত হানে এদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর। এ দেশের মানুষের উপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিয়ে তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখতে চেয়েছিল। পাকিস্তানি শাষকরা যখন ঘোষনা দেন পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে উর্দু। তখন এদেশের সব শ্রেনীর মানুষ খোপে ফেটে পড়ে। শুরু হয় রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন। ১৯৫২ সালের এই দিনে ছাত্র, শ্রমিক সহ সব শ্রেনীর মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহন করেন। মহান ভাষা আন্দোলনে শহীদ হন বাংলার দামাল সৈনিক রফিক, শফিক, জব্বার ও বরকত সহ নাম না জানা হাজারও মানুষ। তাদের সেই মহান আত্মত্যাগের কথা বাংলাদেশ কখনো ভুলবে না। যতদিন রবে বাংলাদেশ, ততদিন বাংলার মানুষ তাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। একশন এইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় দলিত এলআরপি-৪২ প্রকল্পের অধীনে জাহানপুর শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও মেহেরপুর শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশুদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে ধারনা প্রদান হয়। দলিত এনজিও

মেহেরপুর শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশুরা আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবসে র‍্যালী করছে।

এর বিভিন্ন প্রকল্প আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবসসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন দিন পালন করে আসছে। যাতে করে শিক্ষার্থীরা জানতে পারে মাতৃভাষার তাৎপর্য, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভাষা শহীদদের মহান আত্ম ত্যাগের কথা। শিশুরা যাতে ভাষা শহীদদের কথা মনে করে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়। সেই সময় উপস্থিত শিক্ষার্থীদের নিয়ে আলোচনা সভা, র‍্যালী ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা করানো হয়। পরে দিবসটির সর্ম্পকে দলিত এলআরপি-৪২ প্রকল্পের স্পন্সরশীপ অফিসার দিপু ফলিয়া সংক্ষিপ্তকারে আলোচনা করে। উক্ত আলোচনায় পাকিস্তান বাহিনীর সেই বর্বতার কথা তুলে ধরা হয়। সেই সাথে এদেশের সব শ্রেনীর মানুষ তাদের জীবনের মায়া না করে ভাষার যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। তাদের সেই মহান আত্মত্যাগের কথা কখনো ভুলার নয়। দিবসটি উদ্‌যাপন ও আলোচনার ফলে তারা বাংলাদেশ এর জন্ম ইতিহাস, আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস এর তাৎপর্য ও ভাষা শহীদদের মহান আত্ম ত্যাগের কথা সম্পর্কে জানতে পেরেছে। উক্ত অনুষ্ঠানের দিনে উপস্থিত ছিলেন দলিত এলআরপি-৪২ প্রকল্পের স্পন্সরশীপ অফিসার দিপু ফলিয়া, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার দুলাল কুমার দাস, দলিতের নিজ নিজ এলাকার মাঠ কর্মীরা এবং স্পন্সর ও ননস্পন্সর শিশুরা।

জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস -২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে র‍্যালী, আলোচনা সভা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

সুফল দাস, কেশবপুর তৃনমূল সাংবাদিক দল।

১৭ মার্চ, ২০২১ বাউশলা রিফেক্ট সার্কেলের বাস্তবায়নে, দলিত ও একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগীতায় স্বাধীনতার স্থপতি মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। এই দিন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে প্রত্যেক সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুলো তার জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় ১৭ মার্চ, ১৯২০ সালে জন্ম গ্রহন করেন। দলিত এনজিও এর বিভিন্ন প্রকল্প অফিসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে। সেজন্য দলিত এল আর পি-৪২ প্রকল্পের অধিনে ১৭ মার্চ, ২০২১ সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত বাউশলা রিফেক্ট সার্কেলে স্পন্সর শিশুদের নিয়ে র‍্যালী, আলোচনা সভা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যাহাতে ঐ স্পন্সর শিশুরা জানতে পারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আত্ম ত্যাগের কথা। বঙ্গবন্ধুর দেশ প্রেম, সাহস এবং ত্যাগের কথা। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের ডাক দেন, তার ডাকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। তার এই মহত্বের কথা সকলকে জানানোর জন্য প্রতি সার্কেলে তার

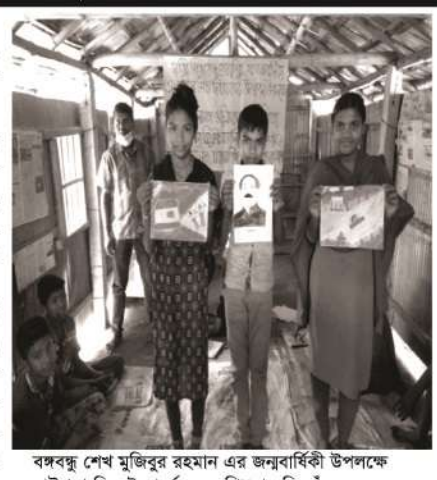
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাউশলা রিফেক্ট সার্কেল এর শিশুরা ছবি আঁকছে।

জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে বাউশলা রিফেক্ট সার্কেলে স্পন্সর শিশুদের নিয়ে র‍্যালী করানো হয়। এতে অংশগ্রহন করেন বাউশলা রিফেক্ট সার্কেলের স্পন্সর শিশু সহ দলিত কমিউনিটি শিশুরা। এছাড়াও তারা চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে। সেখানেও শিশুরা বেশ আনন্দ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ছবি, শহীদ মিনার, স্মৃতি সৌধ, জাতীয় পতাকা ও বাংলার প্রকৃতি সম্পর্কে চিত্রাংকন করে। সব শিশু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে ভালো ভালো ছবি আঁকে। ছবির মাধ্যমে তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা তুলে ধরে। এসময় উপস্থিত ছিলেন এলআরপি-৪২ প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ, বাউশলা রিফেক্ট সার্কেলের সদস্যরা, শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও সার্কেল সহায়ক/ সহায়িকা, কমিউনিটির সদস্য এবং স্পন্সর শিশুরা। অনুষ্ঠান শেষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশুদের উৎসাহমূলক পুরস্কার দেওয়া হয়।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে এলাকা ভিত্তিক কমিটি গঠনের আলোচনা সভা।

রিপন দাস, কেশবপুর তৃনমূল সাংবাদিক দল।

নারী নির্যাতন বর্তমান সমাজের একটি মরন ব্যাধি। দলিত নারীরা সমাজে দলিত। মেয়েদের প্রতি সহিংসতা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার, যৌন নির্যাতন, অর্থের মানদন্ডে মাপা হয় না এমন পারিবারিক কাজ, নেতৃত্বের উন্নয়ন, সেবায় অভিগম্যতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে রিফ্রেক্ট একশন দলের সদস্য সাথে সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা করা হয়। পারিবারিক ভাবে নারীরা কীভাবে নির্যাতনের শিকার হয় সে সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তারা নিজেরাই সচেতন হবে। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে এলাকা ভিত্তিক কমিটি গঠনের মাধ্যমে দলিত জনগোষ্ঠীর নারীরা যেন তাদের সামাজিক অধিকার এবং মর্যাদা ফিরে পায়। প্রথমে তার জন্য প্রয়োজন একটি কমিটি যাতে দলিত নারীদের নির্যাতন থেকে মুক্তি দিতে পারে। কারন নারীরা এগিয়ে গেলেই রাষ্ট্র এগিয়ে যাবে। তার জন্য এই সমাজের নারীদের একত্রিত বা একটি কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটির মাধ্যমে তারা তাদের অধিকার ফিরে পাবে। এই লক্ষ্যে ২৩/০৮/২০২১ইং থেকে ২৩/০৯/২০২১ইং তারিখ পর্যন্ত নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ১০টি সার্কেলের সদস্যদের নিয়ে এলাকাভিত্তিক ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

ধর্মপুর গ্রামে রিফেক্ট একশন দলের সাথে দলিত এল.আর.পি-৪২ এর প্রকল্প ম্যানেজার মো: নজরুল ইসলাম এলাকা ভিত্তিক কমিটি গঠনে আলোচনা করছে।

ক্যাশিয়ার ও ৪ জন কার্যকরী সদস্যদের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। একশন এইড বাংলাদেশের সহযোগীতায় দলিত কেশবপুর উপজেলায় অন্তর্গত ১০ টি সার্কেলের সদস্যদের নিয়ে এই এলাকাভিত্তিক কমিটি গঠন করে। উক্ত অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত ছিলেন দলিত এল.আর.পি-৪২ এর কর্তৃপক্ষ, সার্কেল সদস্যবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সার্কেল সহায়ক/সহায়িকা ও কমিউনিটি সদস্যবৃন্দ।

স্বাধীনতা দিবস - ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে র‍্যালী, আলোচনা সভা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

সম্পা দাস, কেশবপুর তৃনমূল সাংবাদিক দল।

২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এই স্বাধীনতা লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্ত দিয়ে অর্জিত হয়েছে। এই দিনে প্রত্যেক বাঙ্গালী শহীদদের গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। স্বাদীনতা দিবস তাই মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে অনুপ্রানিত করার ইতিহাস। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬ শে মার্চ পালিত হয়। স্বাধীনতা দিবস প্রত্যেক সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুলো উদ্‌যাপন করে থাকে। দলিত এনজিও এর বিভিন্ন প্রকল্পে অন্যান্য দিবসের মতো স্বাধীনতা দিবসও গভীর তাৎপর্যের সাথে উদ্‌যাপন করে থাকে। সেজন্য দলিত এল আর পি-৪২ প্রকল্পের অধিনে বাঁশবাড়িয়া রিফেক্ট সার্কেলে নারী ও স্পন্সর শিশুদের নিয়ে র‍্যালী, আলোচনা সভা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য সর্ম্পকে সকলকে জানানোর জন্য সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত সারাদিন গভীর তাৎপর্যের সাথে দিবসটি পালন করা হয়। ঐ দিন প্রথমে সার্কেলের নারী ও স্পন্সর শিশুদের নিয়ে স্বাধীনতা দিবস সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় সবাই খুব সুন্দর সুন্দর ছবি অংকন করে আর যারা চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছেন

বাঁশবাড়িয়া সার্কেলে শিশুরা ও নারীরা স্বাধীনতা দিবসে র‍্যালী করছে।

তাদেরকে পুরষ্কৃত করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন এলআরপি-৪২ প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ, বাঁশবাড়িয়া রিফেক্ট সার্কেলের সদস্যরা, শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও সার্কেল সহায়ক/ সহায়িকা, কমিউনিটির সদস্য এবং স্পন্সর শিশুরা।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন-২০২১

অলোক দাস, কেশবপুর তৃনমূল সাংবাদিক দল

একশন এইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় দলিত এলআরপি-৪২ প্রকল্পের অধীনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন-২০২১ অনুষ্ঠানে র‍্যালী, আলোচনা সভা ও সার্কেল নেত্রীদের উৎসাহমুলক পুরস্কার প্রদানের মধ্যদিয়ে দিবসটি পালন করা হয়। কেশবপুর উপজেলা পরিষদ (র‍্যালী ও আলোচনা), ২টি রিফেক্ট সার্কেল (আলোচনা ও সার্কেল নেত্রীদের উৎসাহমুলক পুরস্কার প্রদান) এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা হয়। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে স্বল্প পরিসরে সার্কেল সদস্যদের সম্মতিক্রমে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ১৫/১৮ জন সদস্যদের উপস্থিতিতে তাদের নিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এসময় উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচনা করা হয় নারীদের ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন, অংশগ্রহন ও মূল্যায়ন নিয়ে। বাংলাদেশের নারী সমাজ তথা দলিত জনগোষ্ঠী নারীরা দীর্ঘকাল ধরে এ দেশের পুরুষ শাষিত সমাজে নির্য়াতিত, নিষপেশিত, অবহেলা আর বঞ্চনা শিকার হয়ে আসছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের নারীদের ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন ও অংশগ্রহনের কারনে পূর্বের যত নির্যাতন, অবহেলা আর বঞ্চনা হতো তা কমে গেছে। আগে আমরা সংবাদপত্রের পাতা খুললেই দেখতাম নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ ও শিশু নির্যাতন ইত্যাদি। পরিবারে নারীরা নিরাপদে নেই, সমাজে নারীরা নিরাপদে নেই, স্কুলে নারীরা নিরাপদে নেই।

বাঁশবাড়িয়া সার্কেলে শিশুরা ও নারীরা স্বাধীনতা দিবসে র‍্যালী করছে।

কিন্তু এই করোনা কালীন সময়ে নারী ও শিশু নির্যাতন আবার বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই নারীদের সাথে সাথে এই সময় পুরুষরাও যেন জানতে পারে নারীর প্রতি সহিংসতা, বঞ্চনা, অবহেলার কথা। কারন পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষরা সচেতন হলে নারী নির্যাতন সমাজ থেকে বন্ধ করা সম্ভব হবে। রাষ্ট্রীয় আইনের সঠিক ভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে সমাজে ধর্মীয় গোড়ামি ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দলিত নারীরা নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পায়। দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষ শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি, ইত্যাদি বিষয়ে পিছিয়ে আছে কারন দলিত নারীরা নির্যাতন ও বঞ্চনা শিকার হয় শিশু কাল থেকে। দলিত জনগোষ্ঠীর নারীরা নারী নির্যাতন থেকে মুক্তি পেলে দেশ ও সমাজ গড়ার কারিগর হয়ে উঠতে পারে এবং দেশ এক ধাপ এগিয়ে যাবে। কারন নারীরা এগিয়ে গেলেই রাষ্ট্র এগিয়ে যাবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন এলআরপি-৪২ প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ, কেশবপুর উপজেলা পরিষদের কর্তৃপক্ষ, সাংবাদিক, সার্কেল সদস্য, শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও সার্কেল সহায়ক/ সহায়িকা এবং কমিউনিটির সদস্য।

কবিতা

করোনা মুক্ত বাংলাদেশ

রিপন দাস-(সিজেজি সদস্য)
শেখপুরা।
অনার্স-২য় বর্ষ

আমার দেশ, তোমার দেশ, সবার দেশ;
আমাদের এই বাংলাদেশ।
আস্তে আস্তে হ"ছল যখন অপরাধীদের পর্দা ফাঁস;
তখন দেশে দেখা দিল এক নতুন ভাইরাস।

নতুন একটা মুভি বের হয়েছে, নাম তার দাবাং;
এই ভাইরাসের নাম করোনা ভাইরাস, বাঁচতে হলে মাখো সাবান।
সবার মনে রাখো বিশ্বাস, করোনা একদিন হবে শেষ;
ঠিকই একদিন মুক্ত হবে, আমাদের এই বাংলাদেশ।

বাঙ্গালীরা খেতে চায়, বেগুনের তেরী শুক্ত;
সাবান দিয়ে হাত ধুলেই, করোনা থেকে হবে মুক্ত।
সাবান, মাস্ক, ভ্যাকসিন নিয়ে আমরা রয়েছি বড়ই বেশ;
শেখ হাসিনা দেখতে চেয়েছিলেন, এই করোনা মুক্ত বাংরাদেশ।

সাবান

অনিমেশ মন্ডল
পরচক্রা শিশু বিকাশ কেন্দ্র
শ্রেনী- ষষ্ঠ
বিডি-০৪২০১৫৬১

বাঙ্গালীদের প্রধান খাদ্য, নাম তার ভাত;
করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে হলে, সাবান দিয়ে ধুবেন হাত।
করোনা থেকে বাঁচাচ্ছে যে, অল্প তার দাম;
জিনিসটা আমাদের সবার চেনা, সাবান তার নাম।

করোনা হচ্ছে ভয়ংকর তাই;
সাবান হয়েছে আমাদের ভাই।
আমার একটা খরগোশ আছে, নাম তার হুন্দু;
সাবান হচ্ছে এখন আমাদের সব থেকে প্রিয় বন্ধু।

দোয়েলের বিয়ে

হেলাল গাজী
শ্রেনী-দশম
বিডি-০৪২০১১৬০
বাউশলা শিশু বিকাশ কেন্দ্র

শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে দোয়েল
রুমাল মুখে দিয়ে,
ফিঙে, চড়-ই, ময়না, শালিক
গাইছে মনের সুখে।
দাওয়াত ছিল সব পাখিদের
বাদ পড়েনি কেউ,
পাইনি দাওয়াত তাইতো কুকুর
করছে ঘেউ ঘেউ।
শিয়াল, হরিণ, বাঘ, ভাল্লুক
দেখছে শুধূ চেয়ে,
আশা ছিল এই বিয়েতে
প্রান জুড়াবে খেয়ে।
বিয়ের পরে নিজ বাসাতে
নিয়ে এলো বউ,
নতুন বউকে খেতে দিল চাকের খাটি মৌ।

ভ্যাকসিন

অতনু দাস
শ্রেনী: সপ্তম
কোমড়পুর শিশু বিকাশ কেন্দ্র
বিডি-০৪২০১০৫৫

আগে তো আমি ছিলাম বেশ
করোনা করল সব শেষ,

যদি মানি স্বাস্থ্যবিধি
বদলাবে করোনার গতিবিধি,

এলো যেদিন কোভিড উনিশ
কাজ বাজ সব হয়েছে ফিনিশ,

যদি থাকে কারো হাচি কাঁশি
তাদের থেকে নিজেরা বাঁচি,

করোনা থেকে বাচঁতে সবার
খেতে হবে সুষম খাবার,

করোনা ভাইরাস যাবে কবে?
ভ্যাকসিন যেদিন আমরা নিব সবে।

সম্পাদক ঃ স্পন্সরশীপ অফিসার, দিপু ফলিয়া, E-mail : lr42dalit@gmail.com, সহযোগী সম্পাদক ঃ এস আর সাইদ, মোবাঃ ০১৭১২-২০২৪৪৯, মুদ্রণে ঃ নিউ সেতু অফসেট প্রেস, কেশবপুর- 01714-972137, E-mail : setupress@gmail.com,
সার্বিক সহযোগিতায় ঃ মোঃ নজরুল ইসলাম (ব্যবস্থাপক), দুলাল কুমার দাশ (সিডিও), প্রতাপ কুমার দাশ (এ,এ,ও) এবং মাঠপর্যায়ের সকলসহায়কবৃন্দ।

ভাগ্য খুললো শিউলী মন্ডলের

(মেঘনা দাস, কেশবপুর তৃনমূল সাংবাদিক দল)

পরচক্রা শিশু বিকাশ কেন্দ্রের স্পন্সর শিশু দুর্জয় এর মা শিউলি মন্ডল বাড়িতে সেলাই কাজ করছে।

শিউলী মন্ডল (৩৬), স্বামীর নাম-পশুপতি মন্ডল (৪১)। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। তাদের দুইটি মেয়ে ও একটি ছেলে আছে। ছেলে দূর্জয় মন্ডল (১০) পরচক্রা শিশু বিকাশ কেন্দ্রের নিয়মিত ছাত্র। সে তৃতীয় শ্রেনীর ছাত্র। শিউলী মন্ডল মনে করেন সংসার চালাতে গেলে তার একটা কিছু করা দরকার। কারন তার স্বামী যে আয় করেন তাতে সংসার ভালো ভাবে চলে না। সংসার ও ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার খরচ দিন দিন বেড়ে চলেছে। তিনি পরচক্রা শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাসিক মিটিং এ নিয়মিত আসতেন ও আলোচনা শুনতেন। একশন এইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় এবং দলিত ২০১১ সাল থেকে শিশু ও নারীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে আসছে। দলিত পিছিয়ে পড়া যে সব জাতি গোষ্টি নিয়ে কাজ করে তার মধ্যে মালো একটি সম্প্রদায়। অত্র অঞ্চলে মালো সম্প্রদায় এর শিশু ও নারীরা অর্থনৈতিক ও শিক্ষা দীক্ষার দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। যার কারনে এখানে দলিতের মাধ্যমে পরচক্রা শিশু বিকাশ কেন্দ্র করে শিশুদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়। পরচক্রা শিশু বিকাশ কেন্দ্রের এর মাসিক মিটিং এ শিশুদের পড়ালেখা ও উন্নয়নের পাশাপাশি দলিত পরিবারের আয়ের বিভিন্ন উৎস/বিকল্প উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়। কিছু কিছু অভিভাবকরা উক্ত মিটিং থেকে আলোচনা শুনে নিজেরা উদ্যোগি হয়ে আয়ের বিকল্প উপায় গ্রহন করে সফল হয়েছেন, তারাও বক্তব্য রাখেন। তারই ধারা বাহিকতাই উক্ত কেন্দ্রের সহায়িকা দলিতের অন্য একটি প্রজেক্ট (হার চয়েস) অফিস থেকে ৪০ জন মহিলার দর্জি প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন দেওয়ার কথা আলোচনা করেন। শিউলী মন্ডল এই প্রস্তাবকে সমার্থন করেন এবং শিউলী মন্ডল উক্ত কাজ শিখতে উৎসাহ প্রদান করেন। শিউলী মন্ডল উৎসাহি হয়ে হার চয়েস প্রকল্পের থেকে দর্জির প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন তিনি নিজেই একজন দর্জি। তিনি হার চয়েস প্রকল্প থেকে সেলাই মেশিন পেয়ে বাড়িতে কাজ শুরু করেছেন। শিউলী মন্ডল এর সাথে কথা বললে তিনি বলেন-"আসলে দলিত তেমন কিছু দিতে না পারলেও তাদের মাসিক মিটিং এর আলোচনা ও কার্যক্রম গুলো গুরুত্বপুর্ন। আমি এখন বাড়িতে বসেই প্রতিদিন ১০০-২০০ টাকা আয় করি। এতে আমার বাড়ির বাইরে কাজ করতে যেতে হয়না। আমার সংসারও ভালো চলছে। ধন্যবাদ পরচক্রা শিশু বিকাশ কেন্দ্রের সহায়িকা সহ দলিত কমিউনিটি ও দলিত সংস্থার সংশ্লিষ্ট সবাইকে। আমি এখন খুব খুশি, আমার ছেলে-মেয়েদের ভরণ পোষন করতে পারছি।"

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পরে খাস জমি বৈধ ভাবে বরাদ্ধ পেয়ে খুশি লুৎফর রহমান

রিপন দাস, কেশবপুর তৃনমূল সাংবাদিক দল।

সাগরদাঁড়ি ইউনিয়নে মেহেরপুর খাঁ পাড়ার লুৎফর রহমান তার খাস জমিতে কাজ ক ছে।

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ২নং সাগরদাঁড়ি ইউনিয়নে মেহেরপুর খাঁ পাড়া অবস্থিত। একশন এইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় এবং দলিত ২০১১ সাল থেকে শিশু ও নারীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে আসছে। দলিত পিছিয়ে পড়া যে সব জাতি গোষ্ঠি নিয়ে কাজ করে তার মধ্যে খাঁ একটি সম্প্রদায়। অত্র অঞ্চলে সরদার সম্প্রদায় এর শিশু ও নারীরা অর্থনৈতিক ও শিক্ষা দীক্ষার দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। যার কারনে এখানে দলিতের মাধ্যমে মেহেরপুর শিশু বিকাশ কেন্দ্র করে শিশুদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়। তারই ধারাবাহিকতাই লুৎফর রহমান, পিতা মৃতঃ পাচু খার। গ্রাম-মেহেরপুর, ডাকঘর-গোপসেনা, উপজেলা-কেশবপুর, জেলা-যশোর। তিনি দলিত কেশবপুর শাখার পরিচালিত মেহেরপুর শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশু সুজন এর অভিভাবক। মেহেরপুর শিশু বিকাশ কেন্দ্রের একজন নিয়মিত অভিভাবক হিসাবে তিনি উক্ত কেন্দ্রের মাসিক মিটিং এ উপস্থিত থাকতেন এবং আলোচনা শুনতেন। লুৎফর রহমান ও তার স্ত্রী রুবিয়া বেগম দুই ছেলে এবং এক মেয়েকে নিয়ে মাত্র দেড় শতাংশ (১.১/২) জমিতে একটি কুড়ে ঘরে বসবাস করতো। অত্র এলাকায় মেহেরপুর মাঝের পাড়ায় হত দরিদ্র পরিবারের শিশুদের লেখাপড়ার পাশাপাশি তাদের পরিবারের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করতে দলিত কেশবপুর শাখার এল আর পি-৪২ প্রকল্প এগিয়ে আসে। দলিত এখানে শিশুদের উন্নয়নের জন্য একটি শিশুবিকাশ কেন্দ্রও চালু করে। যেখানে প্রতি মাসে একবার শিশুর অভিভাবকদের নিয়ে তাদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক-অর্থনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধির তথা অধিকার আদায়ের বিভিন্ন উপায় ও বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। যখন দলিত উক্ত মেহেরপুর গ্রামে কাজ শুরু করে তখন তারা তাদের শিশু সন্তান সুজনকে উক্ত শিশুবিকাশ কেন্দ্রে ভর্তি করায় এবং প্রতিটি অভিভাবক মিটিং এ উপস্থিত হয়ে মিটিং এর আলোচনা শুনে নিজেরা সচেতন হতে শুরু করে। ২০১৭ সালের একটি মাসিক মিটিং এ লুৎফর রহমানের পরিবারটি অতি সংকীর্ন জায়গায় বসবাসের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়। মিটিং এ সিদ্ধান্ত হয় যে দলিত কর্মী, শিশু বিকাশ কেন্দ্রের সভাপতি আব্দুল মজিদ (বিডিআর-অবঃ) (যিনি ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি) লুৎফর রহমান সহ ইউনিয়ন ভূমি অফিসারের সাথে সরাসরি আলোচনা করার জন্য। ইউনিয়ন ভূমি অফিসারের সাথে সরাসরি আলোচনার সময় তিনি একটি ফরম দিয়ে লুৎফর রহমানের কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ইউপি সদস্যর স্বাক্ষর ও সীল যুক্ত করে পুনরায় তার অফিসে জমা দিতে হবে বলেন। কিন্তু মেহেরপুর মৌজার তেমন কোন খাস জমি না পাওয়া যাওয়ায় অবশেষে পাশ্ববর্তী গোবিন্দ মৌজায় নথিপত্র অনুযায়ী ১/০ খতিয়ানে ধর্মপুর রোডের উত্তর পাশে ৮ শতাংশ জমি পাওয়া গেলে সেটাই ভূমি অফিসার লুৎফর রহমানের নামে বরাদ্ধ দেন। যদিও খাস জমির দখল ভোগির কাছ থেকে কিছুটা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এলাকার গন্য-মান্য ব্যক্তিদের ও সরকারি সহায়তায় জমিটি লুৎফর রহমানের নামে কাগজপত্র সহ বৈধ করে দেওয়া হয়। চলতি মৌসুমেই লুৎফর রহমান ঐ জমিতে ধান চাষ করছে। লুৎফর রহমান বলেন,"আমি দলিত এর কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখেছি। আমি দলিত স্যারের কথা মত প্রতি মাসে মোটে না হলেও ৩ বার নায়েবের কাছে যেতাম। যার ফলে আমি এই জমিটা পেয়েছি। জমিটা পেয়ে আমার অনেক উপকার হয়েছে। আমি অনেক খুশি, আমি দলিতের প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করছি।

সাগরদাঁড়ি ইউপি থেকে গভীর নলকূপ পেল সাগরদাঁড়ি মালোপাড়ার সাধারণ মানুষ

সুফল দাস, কেশবপুর তৃনমূল সাংবাদিক দল।

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ২নং সাগরদাঁড়ি ইউনিয়নে সাগরদাঁড়ি গ্রামে একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় এবং দলিতের আয়োজনে শিশুদের মানষিক বিকাশের জন্য একটি শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপিত করা হয়। অত্র এলাকার ছেলেমেয়েরা সাগরদাঁড়ি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে পড়ালেখা করে থাকে। শিশুর পিতা মাতা মাসিক অভিভাবক মিটিং-এ আসে এবং তাদের অধিকার ও এলাকার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। সাগরদাঁড়ি মালোপাড়ায় ৯০ টি পরিবারের বসবাস। লোক সংখ্যার দিক দিয়ে তারা প্রায় ৩৫০ জন। তাদের এলাকার অনেক গুলো সমস্যার মধ্যে একটি হলো সাগরদাঁড়ি মালোপাড়ার মধ্যে নিরাপদ পানীয় জলের অভাব রয়েছে। কারন এত মানুষের জন্য মাত্র ২টি গভীর নলকূপ রয়েছে। এই মালো সম্প্রদায় ছাড়াও ৩০ টি মুসলিম পরিবার এই ২ টি নলকূপ থেকে জল সংগ্রহ করে। এত মানুষের মাত্র ২টি গভীর নলকূপ থেকে জল সংগ্রহ করতে গেলে অনেক ভীড় হতো, এতে মানুষ অনেক সমস্যায় পড়তো। জল নিয়ে বাড়ি যেতে অনেক সময় লেগে যায়। সাগরদাঁড়ি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে অভিভাবক মিটিং ও পরিবার পরিদর্শনের সময় আলোচনার মাধ্যমে এলাকার মানুষ জানতে পারে ২নং সাগরদাঁড়ি ইউনিয়ন পরিষদে গভীর নলকূপ পাওয়ার কথা। তখন সকল শিশুর অভিভাবকরা ও কমিউনিটির সদস্যারা মিলে সাগরদাঁড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মেম্বরদের সাথে মৌখিক ভাবে আলোচনা করেন এই গভীর নলকূপের ব্যাপারে। পরে এলাকার মানুষরা মিলে সাগরদাঁড়ি ইউনিয়ন পরিষদে গভীর নলকূপ পাওয়ার জন্য চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত আবেদন করেন। পরে বাজেট এলে সাগরদাঁড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাগরদাঁড়ি মালোপাড়ার মানুষের জন্য একটি গভীর নলকূপ দেন। তখন এলাকার মানুষ মিলে সিদ্ধান্ত নেয় গভীর নলকূপটি কোথায় স্থাপন করা যায়। সবাই মিলে একটি বড় জায়গা নির্বাচন করেন এবং সেখানে গভীর নলকূপটি স্থাপন করা হয়। অনেক দিনের অপেক্ষার পর তাদের এই নিরাপদ পানীয় জলের অভাব মিটলো মালো জনগোষ্টির। সাগরদাঁড়ি মালোপাড়ায় লোকজন ছাড়াও আশেপাশে প্রায় ৩০টি মুসলিম পরিবার এই গভীর নলকূপ থেকে জল সংগ্রহ করে। সাগরদাঁড়ি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের ছেলেমেয়েরা নিরাপদ পানীয় জল পান করতে পারছে। এখন অন্য ২টি গভীর নলকূপে আর আগের মত ভীড় হয় না। আর মানুষদের দাড়িয়ে থাকতে হয়না। এই গভীর নলকূপটি পেয়ে এখন সাগরদাঁড়ি মালোপাড়া ও মুসলিম পাড়া সহ এলাকার সকল শ্রেনীর মানুষ অনেক খুশি।

চাইল্ড ফোরামের সদস্যরা রাস্তা মেরামত করায় উপকৃত হলো বুড়িহাটী গ্রামের সাধারণ জনগন

রিপন দাস, কেশবপুর তৃনমূল সাংবাদিক দল।

নয়ন দাস তার চাইল্ড ফোরামের সদস্যদের সাথে নিয়ে রাস্তা সংস্কারের কাজ করছে।

একশন এইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় এবং দলিতের আয়োজনে ২০১৫ সালে কেশবপুর উপজেলায় বুড়িহাটী গ্রামে একটি রিফেক্ট একশন সার্কেল এবং একটি শিশুবিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এই অঞ্চলের দাস পাড়ায় প্রায় ৭০ টি পরিবারের বসবাস। লোক সংখ্যার দিক থেকে প্রায় ৪৫০ জন। এখানকার অনেক ছেলে মেয়ে স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করে। শিশুবিকাশ কেন্দ্রের শিশুদের নিয়ে একটি চাইল্ড ফোরাম দল গঠন করা হয়। এই এলাকার চাইল্ড ফোরাম এর শিশুরা ছোট বড় বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক ও সচেতনতামূলক কাজ করে আসছে। প্রতিমাসে চাইল্ড ফোরাম মিটিং এ উক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। বুড়িহাটী দাস পাড়ায় মন্দিরের রাস্তার পাশে একটি পুকুর আছে। এই পুকুর থাকার কারনে রাস্তা প্রায় অর্ধেকের বেশি ভেঙ্গে যায়। এই রাস্তা দিয়ে শুধুমাত্র সাইকেল ছাড়া কোন যানবহন যেতে পারে না। তাই চাইল্ড ফোরামের শিশুরা মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন তারা নিজেরাই রাস্তাটি মেরামত করবে। বুড়িহাটী শিশু বিকাশ কেন্দ্রের চাইল্ড ফোরামের সদস্য নয়ন দাস তার অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে নিজেদের বাড়ি থেকে কোদাল- ঝুড়ি এনে রাস্তাটি মেরামত করে। এই রাস্তা দিয়ে এখন যানবহন সহ লোকজন সুন্দর ভাবে চলাচল করতে পারছে। বুড়িহাটী শিশু বিকাশ কেন্দ্রের চাইল্ড ফোরামের শিশুরা যে কাজ করেছে তাতে এলাকার লোকজন অনেক খুশি। অত্র এলাকার লোকজন দলিত সংস্থার এরূপ শিশুদের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রতি কৃজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

কষ্টের জীবন শেষ হলো শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্য সন্ধ্যারানী হালদারের

সম্পা দাস, কেশবপুর তৃনমূল সাংবাদিক দল।

সাগরদাঁড়ি গ্রামের সন্ধ্যারানী হালদার তার গরুগুলোকে খাবার খাওয়াচ্ছে।

একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযোগীতায় দলিত পিছিয়ে পড়া যে সব জনগোষ্ঠি নিয়ে কাজ করে তার মধ্যে মালো একটি সম্প্রদায়। তাদেরকে সমাজে নিচু করে দেখা হতো। তখন তারাই বেশি অবহেলিত ছিল। সমাজে ও সংসারে তাদের তেমন কোনো মূল্যায়নই করা হতো না। সন্ধ্যারানী হালদার তাদের মধ্যে অন্যতম। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। তার স্বামীর নাম সাধন দাস। তার বয়স ৫০ বছর। তিনি কৃষিকাজ করেন। সন্ধ্যারানী হালদার এর বয়স ৪৩ বছর। তিনি পেশায় গৃহিনী। তার ১ ছেলে ও ১ মেয়ে আছে। ছেলে রিপন হালদার, বয়স ২০ বছর। সে এইচ.এস.সি ২য় বর্ষের একজন ছাত্র। মেয়ে অর্পিতা হালদার, বয়স ১১ বছর। সে ষষ্ঠ শ্রেনীতে পড়ে। এছাড়াও তাদের সাথে থাকে তার শাশুড়ি গুরুদাসী হালদার। তার বয়স প্রায় ৭০ বছর। সন্ধ্যারানী দারিদ্রতার কারনে বেশি দূর লেখাপড়া করতে পারেনি। সংসারে আসার পরও তাকে জীবনে অনেক দুঃখ, কষ্ট ও সংগ্রাম করতে হয়। তিনি তার পরিবারের ৫ সদস্যদের নিয়ে আনেক আর্থিক কষ্টে জীবন যাপন করতে থাকে। দিন যত যেতে থাকে তার দু:খ, কষ্ট আর দুশ্চিন্তা ততই বাড়তে থাকে। তিনি বলেন, "আমার বিশ্বাস আমি এই কষ্টের দিনগুলি একদিন কাটিয়ে উঠতে পারব"।

২০১২ সালে একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযোগীতায় দলিত অত্র কর্মএলাকায় প্রথমে একটি শিশু বিকাশ কেন্দ্র গঠন করে। সন্ধ্যারানী হালদারের মেয়ে অর্পিতা হালদার এই শিশু বিকাশ কেন্দ্রের একজন নিয়মিত শিশু ছিলেন। তিনি এই শিশু বিকাশ কেন্দ্রে তার মেয়েকে নিয়ে আসতো আর এভাবেই তিনি প্রথমে একশনএইড বাংলাদেশ এর কাজ সর্ম্পকে ধারনা পায়। কেন্দ্রটি যাতে সঠিকভাবে পরিচালনা করা হয় এজন্য ৭ সদস্য সংখ্যা বিশিষ্ট শিশু সুরক্ষা কমিটি বা অভিভাবক কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিতে সন্ধ্যারানী হালদারকে প্রথমে একজন সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনিই সবসময় প্রত্যেককে সামনের থেকে নেতৃত্ব দিতো এবং সবাইকে একসাথে নিয়ে কাজ করত। এজন্য পরে তাকে কমিটির সকলের সম্মতিক্রমে সভানেত্রী নিযুক্ত করা হয়। আর এই কমিটির মূল লক্ষ্য ছিল শিশু অধিকার রক্ষা, শিশুর পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া, শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত, বাল্যবিবাহ রোধ, শিশু শ্রম ও শিশু নির্যাতন বন্ধের জন্য কাজ করা। এই কমিটি অভিভাবক কমিটি নামেও পরিচিত ছিল। তিনি তার সদস্যদের নিয়ে শিশুদের, নারীদের ও এলাকার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করতেন। তিনি নিয়মিত শিশু বিকাশ কেন্দ্রে মাসিক শিশু সুরক্ষা কমিটির মিটিং এ অংশগ্রহন করতেন। এছাড়াও তিনি একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগীতায় আয়বৃদ্ধিমূলক যেমন: মাছ চাষ পদ্ধতি, গবাদিপশু পালন ও হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন করেন। তখন দলিত সমাজ ব্যবস্থা অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। তাই তিনি ভাবতে শুরু করে কিভাবে তিনি নিজেকে একজন নারী হিসেবে আরো দশ জনের কাছে উদাহরন হিসেবে তুলে ধরতে পারেন এবং পরিবারে আয় উপার্জনে ভুমিকা রাখতে পারে। সে সবসময় ভাবতো একজন পুরুষ যে কাজটি করতে পারবে অবশ্যই একজন মহিলা সেই কাজটি করতে পারবে। একদিন তিনি একশনএইড বাংলাদেশের এর সহযোগীতায় ও দলিতের মাধ্যমে গবাদি পশুপালনের উপর প্রশিক্ষন গ্রহন করেন। তার মতো আরো ৭ জন নারী তার কমিউনিটি থেকে এই গবাদি পশুপালনের উপর প্রশিক্ষন গ্রহন করেছিলেন। উক্ত প্রশিক্ষন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তিনি প্রথমে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ১৫,০০০ টাকা ঋণ নেয়। তারপর তিনি ঐ টাকা দিয়ে ১ টি ছাগল কিনে ও ছাগলের জন্য ছোট একটি ঘর বানিয়ে তার খামারি শুরু করেন। এখন তার খামারে ৩টি গরু ও ৭টি ছাগল আছে। তিনি তার সংসারের আর্থিক প্রয়োজনের সময় ছাগল বা গরু বিক্রি করে সংসার চালান ও ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার খরচ বহন করেন। এখন তিনি বেশ স্বাবলম্বি এবং অনেক খুশি কারন তিনি তার স্বাধীন মতো সংসারের খরচ মেটাতে পারেন ও পরিবারের গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এরপর থেকে তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তিনি তার আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সফলতার জন্য একশনএইড বাংলাদেশ ও দলিতকে ধন্যবাদ জানায়।

সম্পাদকীয়

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলায় চারটি ইউনিয়নে ২০১১ সাল থেকে "একশনএইড বাংলাদেশ" এর সহায়তায় " দলিত" সংস্থার আয়োজনে দলিত, পিছিয়েপড়া ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকারের দাবীতে নিরলসভাবে সফলতার সাথে কাজ করে আসছে। আর এই সফলতার পিছনে অবদান রেখেছে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ। আমি সেই আত্মত্যাগী সহকর্মীদের ও সফলতার পথ ধরে এগিয়ে আসা দলিত জনগোষ্টির পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা খুবই আনন্দিত যে, অন্যান্য বারের মত এবারও করোনাকালীন সময়ের মধ্যেও আমাদের কেশবপুর উন্নয়ন বার্তা প্রকাশ করতে পেরেছি। এই উন্নয়ন বার্তা প্রকাশের লক্ষ্য হলো এলাকার দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের অর্জিত সাফল্যসহ ইতিবাচক উন্নয়নের দিক গুলো সর্বসাধারনের কাছে তুলে ধরা। তাই এবারের উন্নয়ন বার্তার মাধ্যমে তেমনি কিছু বার্তা প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। এই বার্তার মাধ্যমে কর্মএলাকা গুলোর দলিত জনগোষ্ঠির আর্থ - সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ২০২১ সালের দলিত নারী ও শিশদের নিয়ে যে সকল উন্নয়নমুলক, সচেতনতামূলক ও শিক্ষমূলক কাজ করা হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। এ বার্তার মাধ্যমে যশোর জেলায় কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়ী, বিদ্যানন্দকাটি, হাসানপুর ও সাতবাঁড়িয়া ইউনিয়নের ১৬টি গ্রামের দলিত শ্রেনীর নারী ও শিশুদের বৈষম্যহীন অধিকার প্রতিষ্ঠায় করোনা কালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিশুদের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করানো, বার বার সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা, মাস্ক পরা ও সামাজিক দুরাত্ব বজায় রাখা, বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার অধিকার সপ্তাহ উদ্‌যাপন, শিশুদের চিত্রাংকন ও রচনার মতো বিভিন্ন প্রতিযোগিতা করানো, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন, জাতীয় শোক দিবস পালন, নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিরোধে ওরিয়েন্টেশন সভা করা, নারীদের আয়বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ প্রদান, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা, বৈষম্য বিলোপ আইন প্রনয়নে আলোচনা সভা, নারীর ক্ষমতায়ন ও দলিত সম্প্রদায়ের অধিকার আদায়ে বিভিন্ন সময়ে কমিউনিটি, ইউনিয়ন পরিষদ, ও উপজেলা পরিষদ পর্যায়ে বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তিতে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কার্যক্রম করা হয়েছে। চাইল্ড ফোরাম শিশুদের শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ এর চিত্র এবং ক্ষুদে সাংবাদিকদের নিজেদের কবিতা, গল্প ও লেখনির মাধ্যমে তাদের সৃজনশীলতার তথা প্রতিভার বিকাশ সম্পর্কে জানতে পারবেন। কেশবপুর উন্নয়ন বার্তার মাধ্যমে আমাদের উপকারভোগীদের কথা জানবেন, তাদের মুখের কথায়, তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা পাঠ করে আপনাদের ভাল লাগবে বলে আমি মনে করি। আশা করি আপনারা আপনাদের সহযোগীতা অব্যাহত রেখে দলিত নারী, শিশু ও এলাকার সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা রাখবেন। আমাদের ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২১ প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্তি হবে। তাই আমি এল.আর.পি-৪২ এর পক্ষ থেকে কেশবপুর উন্নয়ন বার্তা প্রকাশনার ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগীতা করার জন্য একশনএইড বাংলাদেশ, দলিত, তৃনমূল সাংবাদিক দলের সদস্যবৃন্দ এবং এল.আর.পি-৪২ এর স্টাফসহ সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দিপু ফলিয়া
স্পন্সরশীপ অফিসার

সম্পাদক ঃ স্পন্সরশীপ অফিসার, দিপু ফলিয়া, E-mail : lr42dalit@gmail.com, সহযোগী সম্পাদক ঃ এস আর সাইদ, মোবাঃ ০১৭১২-২০২৪৪৯, মুদ্রণে ঃ নিউ সেতু অফসেট প্রেস, কেশবপুর- 01714-972137, E-mail : setupress@gmail.com,
সার্বিক সহযোগিতায় ঃ মোঃ নজরুল ইসলাম (ব্যবস্থাপক), দুলাল কুমার দাশ (সিডিও), প্রতাপ কুমার দাশ (এ,এ,ও) এবং মাঠপর্যায়ের সকলসহায়কবৃন্দ।

জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

রিক্তা দাস, কেশবপুর তৃনমূল সাংবাদিক দল।

বিগত ১০.০২.২০২১ তারিখে একশন এইড বাংলাদেশের সহযোগীতায় ও দলিতের মাধ্যমে যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলায় অর্ন্তগত বুড়িহাটি শিশু বিকাশ কেন্দ্র, জাহানপুর শিশু বিকাশ কেন্দ্র, সাগরদাঁড়ি শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও মেহেরপুর শিশু বিকাশ কেন্দ্রে দূর্যোগ মোকাবেলা ও জলবায়ুর পরিবর্তন শীর্ষক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রতিযোগীতায় স্পন্সর শিশুরা ও নন স্পন্সর শিশুরা অংশগ্রহন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে মেহেরপুর ও জাহানপুর শিশু বিকাশ কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন একশন এইড বাংলাদেশের চাইল্ড স্পন্সরশীপ ম্যানেজার-মনিকা বিশ্বাস ও চাইল্ড স্পন্সরশীপ এ্যাসোসিয়েট অফিসার-শাবরিম শকা মীম। তারা উপস্থিত শিশুদের সাথে পরিচিত হয়, ছোট ছোট খেলাধুলা করে, ভিডিও চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে শিশুদের দূর্যোগের কারন ও এর ভয়াবহতা সর্ম্পকে তুলে ধরেন। তাছাড়া দূর্যোগ মোকাবেলায় শিশুদের করনীয় কি কি হতে পারে তা তারা খুব সুন্দর ভাবে শিশুদের কাছে উপস্থাপন করে। এছাড়াও চিত্রাংকন প্রতিযোগীতায় বিজয়ী শিশুদের পুরষ্কার বিতরন করা হয়। এসময় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দলিত এল.আর.পি-৪২ এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো: নজরুল ইসলাম, স্পন্সরশীপ অফিসার দিপু ফলিয়া, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার দুলাল কুমার দাশ ও নিজ নিজ গ্রামের সহায়ক/সহায়িকারা।

মনিকা বিশ্বাস-চাইল্ড স্পন্সরশীপ ম্যানেজার, একশনএইড বাংলাদেশ, তিনি শিশুদের সাথে দূর্যোগ বিষয়ে আলোচনা করছে।

লেখনী হলো একটি সমাজের প্রতিচ্ছবি

অলোক দাস, কেশবপুর তৃনমূল সাংবাদিক দল।

একশনএইড বাংলাদেশ এর সহোযোগীতায় ও দলিতের মাধ্যেমে যশোরের কেশবপুর উপজেলায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে তৃনমূল সাংবাদিক দল। দলিত জনগোষ্টির মানুষদের অধিকার ও বিভিন্ন দাবী তৃণমুল সাংবাদিক দলের সদস্যদের মাধ্যমে পত্র পত্রিকায় তুলে ধরা এবং সদস্যদের দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয় এই ত্রৈমাসিক মিটিং এর মাধ্যমে।সদস্যদের সংবাদ সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাদের সাথে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই তৃনমূল সাংবাদিক দলের সদস্যদের নিয়ে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে কেশবপুর উপজেলার দলিত এল.আর.পি-৪২ এর প্রজেক্ট অফিসে মিটিং করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক এস.আর.সাঈদ, দলিত উন্নয়ন ফোরামের সভাপতি সুজন দাস, দলিত এল.আর.পি-৪২ এর প্রজেক্ট ম্যানেজার মো: নজরুল ইসলাম, স্পন্সরশীপ অফিসার দিপু ফলিয়া, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার দুলাল কুমার দাশ ও তৃণমূল সাংবাদিক

তৃণমূল সাংবাদিক দলের সাথে আলোচনা সভা ও ত্রৈমাসিক মিটিং।

দলের সদস্য-সদস্যাবৃন্দ। উপজেলা প্রেসকাবের সভাপতি এস আর সাঈদ বলেন, সাংবাদিকতা হল সমাজের প্রতিচ্ছবি। এই প্রতিচ্ছবি রচনার জন্য তাই সৃষ্টিশীলতা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য সাংবাদিক হতে হলে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতার পাশাপাশি কিছু গুণাবলী অবশ্যই থাকতে হয়। যেমন- অনুসন্ধানী মন, তীক্ষ্ণ বিচক্ষণতা, সংবাদ বোঝার ক্ষমতা, সততা ও বুদ্ধিমত্তা, কঠোর পরিশ্রমী, সাহসী ও ভাল স্বরণশক্তি থাকতে হবে। সুতারং সাংবাদিকরা রাষ্ট্রে তথা সমাজের পরিবর্তনের জন্য অনেক গুরুত্ব ভূমিকা পালন করে থাকে। ছোট বা বড় এটা কোন বিষয় না কাজটি সঠিক ভাবে করাই সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। এই করোনাকালীন মহামারীর বিপদে তারা কেশবপুরের অধিকাংশ পরিবারের পাশে দাড়িয়েছে। ৩৩৩ নম্বরে কল করে সাহায্য পাওয়ার কথা বলেছেন। এছাড়া উক্ত খবর তিনি ফেসবুক ও বেশ কয়েকটা পত্রিকাতে প্রকাশ করেছিলেন। এরপর তিনি এই করোনা কালীন সময়ে কিভাবে মানুষের পাশে ছিলেন সেই সাহসিকতার বর্ণনা দেন। তিনি বলেন যে অগনিত মানুষের মাঝে যেমন দরিদ্র যারা মাস্কের জন্য টাকা খরচ করতে পারেনা ও যারা অবহেলা করে, মাস্ক কেনে না এমন মানুষের মাঝে মাস্ক ও সাবান বিতরন করা হয়। আমাদের ক্ষুদে সাংবাদিক ভাইবোনেরা, আমি বিশ্বাস করি তোমরাও দলিতদের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করবে। সুজন দাস-কেশবপুর দলিত উন্নয়ন ফোরাম, তিনি বলেন, উপস্থিত আমাদের ক্ষুদে সাংবাদিক ভাইবোনেরা সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। তোমরা ধন্য একশনএইড এবং দলিতের এর মত বড় প্রতিষ্ঠান তোমাদের উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। করোনাকালীন সময়ে আমাদের আশেপাশে গোপনে কিছু জায়গায় বাল্য বিবাহ এর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে যা কারো একার পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তোমাদের সাহস করে কাজ করতে হবে যাতে সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ নামক মরণ ব্যাধি দূর যায়। যে সব এলাকা দলিতের কর্ম এলাকা নয়, সেই সব এলাকায় তৃণমূল সাংবাদিক ভাইবোনদের সাথে নিয়ে কাজ করতে হবে। এছাড়া দীর্ঘদিন পর সবাই একত্রে বসে নতুন উদ্যোমে কাজ শুরু করার যে চিন্তা করছি, সেই কাজগুলো যেন সঠিক ভাবে করার জন্য আশাবাদ ব্যাক্ত করেন। এরপর ক্ষুদে সাংবাদিক কনিকা দাস, রিক্তা দাস, মেঘনা দাস, সম্পা দাস ও অলোক দাস তাদের করোনাকালিন কর্ম এলাকা গুলোর ঘটনাগুলো তুরে ধরেন। তারা আশ্বাস দেয় যে, তারা নিয়মিত তাদের লেখনি চালিয়ে যাবে ও সমাজের তথা দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করবে এবং তারা প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সমাজকে একটা সফল তৃনমূল বার্তা উপহার দিবে।

শিশু বিকাশ কেন্দ্রে অভিভাবক কমিটির মাসিক মিটিং

অলোক দাস, কেশবপুর তৃনমূল সাংবাদিক দল।

একশনএইড বাংলাদেশের সহায়তায় দলিত কেশবপুর উপজেলায় ৩ টি ইউনিয়নের ১৫ টি গ্রামে ১০ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। শিশুদের সার্বিক অগ্রগতি ও অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রতি মাসে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের ও অভিভাবকদের নিয়ে মিটিং করা হয়। কিন্তু করোনাকালীন সময় পরিস্থিতি যখন একটু ভালো হয় তখন দুরত্ব বজায় রেখে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও মাস্ক পরিধান করে ১০ জনের অনধিক অভিভাবকদের নিয়ে মিটিং পরিচালনা করা হয়। শিশুদের প্রতি যত্ন ও খেয়াল রাখা, এলাকার উন্নয়ন করা ও শিশুদের সুরক্ষার বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতনতার বৃদ্ধির সাথে সাথে এলাকার বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলায় এগিয়ে আসাই হলো এই অভিভাবক মিটিং এর উদ্দেশ্য। অভিভাবকেরা মাসিক মিটিং এ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যেমন: বাল্যবিবাহ রোধ, শিশু ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, শিশুদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া, শিশু ও নারী নির্যাতন রোধ, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা, নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করা, নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলা, করোনা সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, ইউনিয়ন পরিষদের সাথে যোগাযোগ করা এবং সর্বোপরি এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করা।

সাগরদাঁড়ি, জাহানপুর, সাতবাড়িয়া ও মেহেরপুর শিশু বিকাশ কেন্দ্রে অভিভাবক কমিটির সদস্যদের মাসিক মিটিং।

জলবায়ুর পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ বিষয়ে শিশুদের আঁকা ছবি:

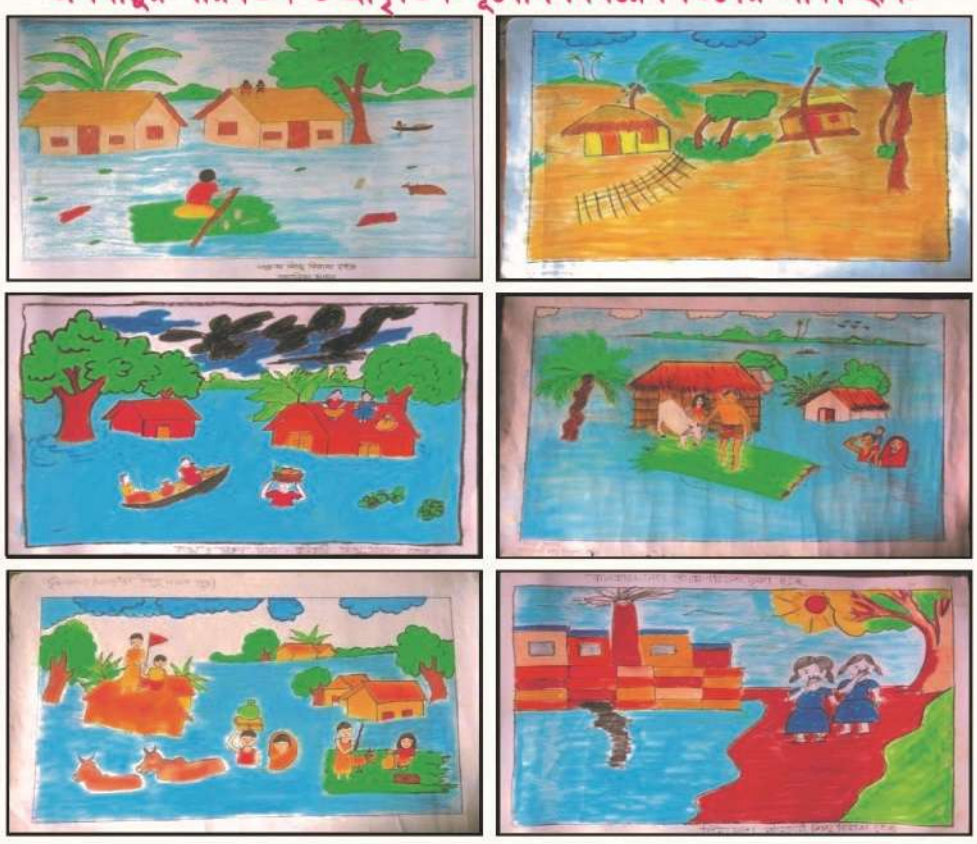

শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশুদের সাথে মাসিক চাইল্ড ফোরাম মিটিং

অলোক দাস, কেশবপুর তৃনমূল সাংবাদিক দল।

দলিত সংস্থাটি এলাকার দরিদ্র, অবহেলিত ও মেধাবী শিশুদের উন্নয়নের জন্য একটি সহযোগী সংগঠন। একশনএইডের সহায়তায় দলিত কেশবপুর উপজেলায় ৪ টি ইউনিয়নের ১৫ টি গ্রামে ১০ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। শিশুদের সার্বিক অগ্রগতি ও নেতৃত্ব উন্নয়নসহ অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রতি মাসে শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশুদের সমন্বয়ে চাইল্ড ফোরাম মিটিং করা হয়। এখনো দেশে করোনার প্রাদুর্ভাব না কমার কারনে দলিত তাদের কর্ম এলাকাগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সব ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিশুদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটানো এবং শিশুদের দায়িত্ব বন্টনের মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব শেখানো, সমাজে নিজের গুরুত্বকে মর্যাদা দেয়া, শিশুদের সুরক্ষার বিষয়ে সচেতনতার সাথে সমস্যার মোকাবেলায় ক্ষমতা বৃদ্ধি করাই হলো চাইল্ড মিটিং পরিচালনা করার মূল উদ্দেশ্য। তাছাড়া করোনার পরিস্থিতিকে সামনে রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে, মাস্ক পরিধান করে, দুরত্ব বজায় রেখে ও হাত ধোয়ার মাধ্যমে মাসিক চাইল্ড ফোরাম মিটিং পরিচালনা করা হচ্ছে। শিশুরা সমসাময়িক বিভিন্ন সমস্যা, লেখাপড়ার গুরুত্ব, ভাল স্পর্শ খারাপ স্পর্শ, বাল্যবিবাহের কুফল, শিশু শ্রম রোধ, শিশু নির্যাতনের ভয়াবহতা, শিশু অধিকার, চাইল্ড লিডারশীপ, শিশুর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া, বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা যেমন: কোভিড-১৯ তারা মাসিক চাইল্ড ফোরাম মিটিং থেকে জানতে পারছে।

মেহেরপুর, সাঁতবাড়িয়া, জাহানপুর ও সাগরদাঁড়ি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে চাইল্ড ফোরাম সদস্যদের মাসিক মিটিং এর চিত্র।

চাইল্ড ফোরাম সদস্যদের নেতৃত্বের দক্ষতামুলক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

অলোক দাস, কেশবপুর তৃনমূল সাংবাদিক দল।

একশন এইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় দলিত এলআরপি-৪২ প্রকল্পের অধীনে ১৮/১০/২১ইং তারিখে "চাইল্ড ফোরাম সদস্যদের নেতৃত্বের দক্ষতামুলক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ" দেওয়া হয়। উক্ত প্রশিক্ষণটি দেওয়া হয় কেশবপুর দলিত এল আর পি-৪২ প্রকল্প অফিসে। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে চাইল্ড ফোরাম সদস্যদের সম্মন্তিক্রমে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ২০ জন চাইল্ড ফোরাম সদস্যদের উপস্থিতিতে চাইল্ড ফোরাম সদস্যদের নেতৃত্বের দক্ষতামুলক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এর উপর বিভিন্ন আলোচনা করা হয়। দলিত শ্রেনী শিশুদের নিয়ে "চাইল্ড ফোরাম সদস্যদের নেতৃত্বের দক্ষতামুলক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ তাদের নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা করবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন এলআরপি-৪২ প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ, উপজেলা শিশু বিষয়ক অফিসার, সাংবাদিক ও চাইল্ড ফোরাম সদস্যরা। এসময় প্রধান অতিথি (বিমল কুন্ডু, উপজেলা শিশু বিষয়ক অফিসার) বলেন, আজ ১৮ অক্টোবর ২০২১ হলো রাসেল দিবস। বঙ্গবন্ধুর

কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এর জন্মদিন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ঠ বঙ্গবন্ধু সহ স্বপরিবারে নিহত হন। কিন্তু দীর্ঘদিন পর শেখ রাসেলের জন্মদিন জাতীয় ভাবে পালন হচ্ছে। কিন্তু এদেশের কিছু দুস্কৃতি লোক তাকে বাঁচতে দেয়নি। বাল্যবিবাহ সসম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা শিশু আমরা বাল্যবিবাহ করবো না, বাল্যবিবাহ হতে দেবো না। যেখানে বাল্যবিবাহ সেখানে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এই নেতৃত্ব তোমাদের দিতে হবে। চাইল্ড ফোরাম মানে কি? চাইল্ড ফোরাম হচ্ছে একটি শিশুর দল। এই দলের মাধ্যমে তোমাদের অধিকার তোমাদের আদায় করতে হবে। আগে তোমাদের শিশুদের সহ মানুষের অধিকার সম্পর্কে জানতে হবে। শিশুদের সহ মানুষের অধিকার হলো ৬ টি। তাহলো অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষ, চিকিৎসা ও বিনোদন। শিশু হিসাবে এই অধিকার গুলো তোমাদের পাওয়ার অধিকার আছে। আমার অফিসে তোমাদের জন্য বিনা বেতনে নাচ, গান, চিত্রাংকন, তবলা, কবিতা আবৃত্তি সহ সকল সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। আমার কাছে কোন ভেদাভেদ নাই। কারন দলিতের রক্ত লাল, আমার রক্তও লাল, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রক্তও লাল। সুতারাং আমাদের মাঝে কোন ভেদাভেদ নাই, থাকতে পারে না। তোমাদের লিডারশিপ ট্রেনিং গ্রহন করে সমাজ পরিবর্তন করবে এবং দেশ পরিচালনাও করতে হবে। আজকের চাইল্ড ফোরাম সদস্যদের নেতৃত্বের উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহন করে মানুষের মত মানুষ হতে পারলে সমাজ থেকে বৈষম্য দুর করা সম্ভব হবে। আমি বিশ্বাস করি প্রশিক্ষণ গ্রহন শেষে তোমরা দলিত সমাজের জন্য এক সাথে কাজ করবে। তোমরা এক এক জন এক এক গ্রামের ক্ষুদে লিডার।

সার্কেল সদস্যদের সাথে কোভিড-১৯,বাল্যবিবাহ, নারীর প্রতি সহিংসতা ও যৌতুক প্রথা নিরসন বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে ওরিয়েন্টেশন সভা।

কনিকা দাস, কেশবপুর তৃনমূল সাংবাদিক দল।

গত ১৭/০৮/২০২১ইং তারিখ থেকে ১৬/০৯/২০২১ তারিখ পর্যন্ত একশন এইড বাংলাদেশের সহযোগীতায় দলিতের মাধ্যমে ১০ টি সার্কেল সদস্যদের সাথে কোভিড-১৯,বাল্যবিবাহ, নারীর প্রতি সহিংসতা ও যৌতুক প্রথা নিরসন বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করা হয়। দলিত এল,আর,পি-৪২ এর কর্তৃপক্ষ ও সার্কেল সহায়ক/সহায়িকার মাধ্যমে উক্ত ওরিয়েন্টেশন সভাটি পরিচালনা করা হয়। এসময় সার্কেল সদস্যদের বলা হয় নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে, বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা ও করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তির জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। সেই সাথে সকল প্রকার কুসংস্কার দুর করতে হবে এবং সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়াও কোভিড-১৯ এর কারনে যে বাল্যবিবাহের হার বেড়ে গেছে সেই সর্ম্পকেও সদস্যদেরকে জানানো হয়। যাতে তারা

বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা ও নারী নির্যাতনের কারন ও কুফল সম্পর্কে জানতে পারে এবং সচেতন হতে পারে। এই ওরিয়েন্টেশন সভার মুল লক্ষ্য ছিলো সার্কেল সদস্যরা যাতে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রনয়ন এর মাধ্যমে অত্র গ্রামের মানুষদের মধ্যে করোনা সচেতন ও টীকা গ্রহন করতে, নারীর প্রতি সহিংসতা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিরোধে গড়ে তুলতে পারে।

বিদ্যানন্দকাটি ইউনিয়নের বাউশলা গ্রামের ইটের সোলিং রাস্তা পাওয়ার জন্য চেয়ারম্যানের সাথে সার্কেল সদস্যদের যোগাযোগ।

সম্পা দাস, কেশবপুর তৃনমূল সাংবাদিক দল।

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ০৪ নং বিদ্যানন্দকাটি ইউনিয়নে বাউশলা দাস পাড়া অবস্থিত। একশন এইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় দলিত ২০১১ সাল থেকে শিশু ও নারীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে আসছে। দলিত পিছিয়ে পড়া যে সব জাতি গোষ্টি নিয়ে কাজ করে তার মধ্যে ঋষি একটি সম্প্রদায়। অত্র অঞ্চলে ঋষি সম্প্রদায় নারীরা অর্থনৈতিক ও শিক্ষা দীক্ষার দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। যার কারনে এখানে দলিতের মাধ্যমে একটি রিফেক্ট একশান সার্কেল গঠন করা হয়। বাউশলা দাস পাড়া রাস্তার ধারে অবস্থিত হওয়ায় এখানকার মানুষ ক্ষুদ্র ব্যবসা-বানিজ্য, গাড়ি চালিয়ে এবং হাতের কাজ করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। এই পাড়ায় প্রায় ৬০/৬৫ টি পরিবারের বসবাস। লোক সংখ্যার দিক থেকে প্রায় ৩৫০ জন। এখানকার অনেক ছেলে মেয়ে স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করে। বাউশলা গ্রামের পশ্চিম পাড়ার একটি দলিত স্কুল আছে। বাউশলা গ্রামের পশ্চিম পাড়ার খ্রিষ্ঠান মিশন থেকে বাউশলা দলিত স্কুল পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য ভাল রাস্তার ব্যবস্থা নেই। এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার জন্য এই স্কুলে আসে। এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা বর্ষা মৌসুমে কাঁদার জন্য বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করতে পারে না। বাউশলা দাস পাড়ার

বিদ্যানন্দকাঠি ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে ইটের সোলিং রাস্তা পাওয়ার জন্য আবেদন করছে বাউশলা সার্কেল সদস্যরা।

দলিত লোকজন ০৪ নং বিদ্যানন্দকাটি ইউনিয়নে চেয়ারম্যান মহোদয়কে মৌখিক ভাবে বলার পরও কাজ হয়নি। তাই সার্কেল সদস্যরা মিলে বিদ্যানন্দকাটি ইউনিয়ন পরিষদে লিখিত আবেদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। তারই ধারা বাহিকতায় বাউশলা দাস পাড়া সার্কেল সদস্যরা মিলে কেশবপুর উপজেলার ০৪ নং বিদ্যানন্দকাটি ইউনিয়ন পরিষদে লিখিত আবেদন করে জমা দেয়। যাতে ইটের সোলিং রাস্তা পাওয়ার ফলে এলাকার লোকজন ও স্কুলগামী ছেলে মেয়েরা ভালো ভাবে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। সর্বপোরি রাস্তাটি হলে বাউশলা দাস পাড়ার দলিত লোকজন একটু হলেও উপকৃত হবে। ০৪ নং বিদ্যানন্দকাটি ইউনিয়নে চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন বলেন, বাউশলা গ্রামের পশ্চিমপাড়ার খ্রিষ্ঠান মিশন থেকে বাউশলা দলিত স্কুল পর্যান্ত ইটের সোলিং রাস্তা করার জন্য তিনি বাজেটে রেখেছে। খুব তাড়াতাড়ি এই রাস্তাটির বাজেট পাশ হয়ে যাবে এই বলে উপস্থিত সকলকে আশস্ত করেন।

সম্পাদক ঃ স্পন্সরশীপ অফিসার, দিপু ফলিয়া, E-mail : lr42dalit@gmail.com, সহযোগী সম্পাদক ঃ এস আর সাইদ, মোবাঃ ০১৭১২-২০২৪৪৯, মুদ্রণে ঃ নিউ সেতু অফসেট প্রেস, কেশবপুর- 01714-972137, E-mail : setupress@gmail.com,
সার্বিক সহযোগিতায় ঃ মোঃ নজরুল ইসলাম (ব্যবস্থাপক), দুলাল কুমার দাশ (সিডিও), প্রতাপ কুমার দাশ (এ,এ,ও) এবং মাঠপর্যায়ের সকলসহায়কবৃন্দ।